কারি ইন এ হারি

আরিফুর রহমান খাদেম

“Curry in a Hurry” এটি একটি প্রবাদ বাক্যের মতোই ইংরেজিভাষী দেশের লোকজন কৌতুহল বা জোক করে বলে থাকে, যদিও 'curry' (তরকারি) উপমহাদেশের প্রধান খাদ্য। অপরদিকে 'hurry' মানে তাড়া বা তাড়াহুড়া । অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, এই কারির সাথে হারির সম্পর্ক কি? কারো কারো মতে কারি খেতে হয় তাড়াতাড়ি। কারন দেরি হলে খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে। তাদের মতে কারি মানেই এক প্রকার গরম খাবার যা গরম গরম খেতে হয়।

এই কারি পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই যে কত জনপ্রিয় তা দেশে থেকে বুঝা যায় না। নব্বই দশকের শুরুর দিকে বিটিভির এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেনেছিলাম যে যুক্তরাজ্যে প্রায় দশ হাজারের মত ভারতীয় রেষ্টুরেন্ট আছে, যেগুলোর পঁচানব্বই ভাগ মালিকই বাংলাদেশী। পাঁচ বছর আগে লন্ডনে গিয়ে শুনি সেই সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজারে উন্নিত হয়েছে। এমনকি যুক্তরাজ্যের সব দেশীয় রেষ্টুরেন্টের মধ্যে second best রেষ্টুরেন্টের মালিকও বাংলাদেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সবগুলো রেষ্টুরেন্টই Indian restaurant নামে পরিচিত।

Australian, British, Irish, American, Italian, German, African, Middle-Eastern, East & South-East Asian অনেকে আছে যারা কারি খেতে খুব পছন্দ করে । কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশী ফুডের পাশাপাশি curry থাকলে সেটা প্রাধান্য পায় বেশি । অফিসে লাঞ্চ ব্রেইকে microwave এ খাবার গরম করার সময় আমার বিভিন্ন দেশীয় সহকর্মীরা কারির গন্ধ পেয়ে বেশ প্রশংসা করে। এমনকি আমার অফিসের ফৃজ থেকে দু দুবার আমার লাঞ্চ বক্সও উধাও হয়েছিল। আমি তাদের এই সব কার্যকলাপকে আমাদের দেশীয় খাবারের প্রতি তাদের ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে গণ্য করেছিলাম ।

এই কারির অনেক গুণাগুণ থাকা সত্ত্বেও এর অনেক দোষও আছে । তবে এই দোষ সরাসরি কারির নয় । দোষটি আমাদের মধ্যে কারোর যারা এই খাবার রান্না করার পর নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখেনা । কারি ফুড যখন চুলোয় বা microwave এ রান্না করা হয় তখন গন্ধটা ভালো লাগলেও অনেক ক্ষেত্রেই এটা বিরক্তির কারন হয়ে দাড়ায় । অনেকেই তরকারি রান্না করার বা খাওয়ার পর সরাসরি জনসন্মুখে যায় । কেউ কেউ অফিসে যায়, আবার কেউ কেউ চাকরির interview দিতে যায়, যা তাদের colleagueদের বা অন্যদের নিকট অস্বস্থির কারন হয়ে দাড়ায় । এই সামান্য মৌলিক ভুলটুকুর জন্য তাদেরকে অনেক সময় উপহাস শুনতে হয় । অনেককেই মন্তব্য করতে দেখেছি,

"Indians smell' - অর্থাৎ ইন্ডিয়ানরা গন্ধ ছড়ায় । কিন্তু এই গন্ধকে এখানে দুর্গন্ধই মনে করা হয়। যদিও আমরা ইন্ডিয়ান নই, বহির্বিশ্বে তারা আমাদেরকে একপ্রকার ইন্ডিয়ান হিসেবেই জানে ।

একটু সচেতন হলেই কিন্তু এই সমস্যাগুলো এড়ানো সম্ভব । খাবার রান্না করার পর বা খাবার খাওয়ার পর তারা ভালোভাবে হাতমুখ পরিস্কার করে অথবা গোসল করে কাজে বা ইন্টারভিউতে যেতে পারত । সম্ভব হলে একটু perfumew ব্যবহার করতে পারত । এই সামান্য অসচেতনতার জন্য একজন ব্যক্তি একটি ভালো চাকরি পেতে গিয়েও হারাতে পারে । আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয় যা আমাদের সহযাত্রীদের, সহকর্মীদের বা অন্যান্যদের নিকট বিরক্তির কারন হতে পারে ।

কারি খাওয়ার মত হারি করতে গিয়ে আমরা বিদেশে অবস্থান কালে এভাবে আরও কিছু মৌলিক ভুল করতে পারি যা আমাদের নিকট স্বাভাবিক হলেও বিশেষ করে পশ্চিমা দেশের লোকদের নিকট অস্বাভাবিক । আমরা আমাদের সমাজে অনেক কথাই একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করি । তেমনিভাবে পশ্চিমা দেশের লোকদের নিয়ে আমাদের দেশের অনেকেরই ধারনা যে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি friendly। তাই তারা কোনো কথাতেই মাইন্ড করে না । তারা বন্ধুসুলভ, কথাটি ঠিক, কিন্তু তাদের এবং আমাদের মধ্যে কিছু নৈতিক তফাৎ আছে। যেমন আমাদের দেশে অতি সহজেই একটা ছেলে বা মেয়েকে তার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করা যায় । কিন্তু উন্নত বিশ্বে এটা প্রচলিত নয় । ঠিক একইভাবে বয়স, ধর্ম বা জাতীয়তা সম্বন্ধেও কাউকে সাধারনভাবে জিজ্ঞাসা করা যাবে না, যদিনা একজন অপরজনকে বেশ কিছুদিন যাবদ চেনে এবং তারা একজন অপরজনের সাথে বেশ ফ্রি । এমনকি চেনা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই বিনয়ের সাথে অনুমতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হয় । অনেক ক্ষেত্রে বহুদিনের পরিচয় থাকা সত্ত্বেও একজন অপরজনের বয়স জিজ্ঞাসা করতে ইতস্ততঃ করে।

আবার আমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছে যে একটি মেয়ের সঙ্গে দুই তিন মিনিটের পরিচয়ে তার boyfriend আছে কি-না জিজ্ঞাসা করে, ফোন নাম্বার জানতে চায় । এটা তাদের নিকট একধরনের offensive প্রশ্ন যা তারা কারও কাছ থেকে এভাবে expect করে না ।

কিছু লোক আছে যারা বিদেশে আসার পর রাস্তাঘাটে ঐ দেশীয় লোকদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে (staring) বা তারা কি করে তা follow করে । কেউ কেউ আবার তাদেরকে দেখে হাসে । তাদের এই কার্যকলাপগুলো মোটেও সমাদৃত হয় না, বরং যারা এগুলো করে তাদের প্রতি ঐদেশীয় লোকজন তিক্ততা প্রকাশ করে । তাদের এই expression অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে হতে পারে কিংবা bad language ব্যবহারের মাধ্যমেও হতে পারে । কে কি করল না করল এই বিষয়ে তাদের যেমন কোনো মাথা ব্যাথা নেই, আমার মনে হয় আমাদেরও থাকা উচিত নয় ।

এমনও কিছু লোক আছে যারা জনসন্মুখে উচ্চঃস্বরে কথা বলে । ট্রেনে, বাসে বা অন্য যে কোনো পাবলিক স্পটে দুই বা তিনজন একসঙ্গে ভ্রমণ করার সময়ও অনেকে শোরগোল করে । এগুলো সবই অন্যান্য সহযাত্রীদের নিকট অসুবিধার কারন ছাড়া আর কিছুই নয় ।

আমাদের প্রধান খাবার কারি আমাদেরকে উন্নতবিশ্বে যেভাবে সন্মান এনে দিয়েছে, আমরা ইচ্ছা করলে সর্বক্ষেত্রেই এই সন্মানটুকু ধরে রাখতে পারি । এর জন্য দরকার আরও একটু সচেতনতা বা সাবধানতা যা অর্জন করতে পয়সা লাগে না ।

arifurk2004@yahoo.com.au